Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল সুমাইয়া

রোলঃ 228020693

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল সুমাইয়া

রোলঃ 228020693

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল সুমাইয়া, আইডিঃ 228020693 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

জান্নাতুল সুমাইয়া

আইডিঃ 228020693

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

সন্তান প্রতিপালনের প্রস্তুতিঃ 6

বিবাহ বন্ধন.. 6

ইসলামে পরিবার গঠনের গুরুত্ব 8

দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য.. 10

পরিবার পরিকল্পনা.. 11

সুসন্তান লাভের আকাঙ্খা 13

সন্তানের জন্য দু'আ এর গুরুত্ব 15

সুসন্তান লাভের দু'আ.. 17

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য.. 20

সন্তান প্রতিপালনে করণীয় 21

গর্ভাবস্থায় সন্তানের প্রতি মায়ের কর্তব্য.. 22

সন্তানের জন্মলগ্নে ইসলামিক নিয়ম নীতি 25

মহান আল্লাহর প্রশংসা করা: 25

সুসংবাদ দেয়া: 25

আজান দেয়া: 26

তাহনিক করানো:.. 27

অর্থবোধক সুন্দর নাম রাখা:... 28

মাথা মুন্ডন করা:... 30

আকিকাহ করা: 31

সুন্নতে খৎনা করানো: 32

দুধ পান করানো:.....33
সন্তান জন্মলগ্নে শিরক থেকে দূরে রাখা:.....34
নিরাপত্তা নিশ্চিত করা.....34
সন্তানের ভরনপোষণ.....35
আদর যত্ন ও ভালোবাসা.....37
সমতা বজায় রাখা.....38
ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষাদান.....39
পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেয়া.....42
সালাত আদায়ের তাগিদ দেওয়া.....44
সঠিক তরবিয়তের শিক্ষা দেয়া.....46
পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার.....48
উপযুক্ত বয়সে সন্তানের বিবাহের ব্যবস্থা করা.....52
সন্তানদের প্রতি লুকমান (আঃ) এর উপদেশ.....54

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য।আমরা তারই প্রশংসা করি,তার কাছে সাহায্য চাই,তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।আল্লাহর নিকট আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও আমাদের কর্মসমূহের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় কামনা করি।
আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন,তাকে গোমরাহ করার কেউ নেই।আর যাকে গোমরাহ করেন তাকে হিদায়াত দেওয়ারও কেউ নেই।আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি,আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই,তিনি একক,তার কোনো শরীক নেই।আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি,মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।
সালাত ও সালাম নাযিল হোক তাঁর ওপর,তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীদের ওপর এবং যারা কিয়ামত অবধি ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করেন তাদের ওপর।

সন্তান পার্থিব জীবনে আল্লাহর সেরা দান। সুসন্তান জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।কুরআনে সন্তানকে জীবনের সৌন্দর্য আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে,

اَلْمَالُ وَ الْبَـنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ

'সম্পদ ও সন্তানাদি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য।'
(সুরা: কাহফ,আয়াত: ৪৬)

অন্য আয়াতে সন্তান লাভের বিষয়টিকে 'দান' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।আল্লাহ বলেন,

لِلّٰـهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۙ◌
اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ◌

‘তিনি যাকে খুশি সন্তান দান করেন এবং যাকে খুশি পুত্রসন্তান দান করেন।যাকে খুশি কন্যা ও পুত্র উভয়টি দান করেন।যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন।নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।’ (সুরা: আশ-শুরা,আয়াত: ৪৯,৫০)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ○

‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানবজাতির কল্যাণ সাধন করার জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে।’ (সুরা: আলে ইমরান,আয়াত: ১১০)

মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বা আশরাফুল মাখলুকাত বলা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ○

‘অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে।’ (সুরা: ত্বীন,আয়াত : ০৪)

সন্তানকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হিসেবে যোগ্য করে গড়ে তুলতে কী পরিমাণ পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ প্রয়োজন,সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর পরিচর্যা থেকে শুরু করে সন্তানের শৈশব-কৈশোরের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন, চরিত্র গঠন, সঠিকভাবে শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা,সৎসঙ্গ নির্বাচন,সৎ গুণাবলির বিকাশ,প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা,সামাজিক নিপীড়ন থেকে রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সন্তানের প্রতি পিতা মাতার ভূমিকা উক্ত থিসিসে আলোকপাত করা হয়েছে।

সন্তান প্রতিপালনের প্রস্তুতিঃ

বিবাহ বন্ধন

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِىْ ذٰ لِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ○

'আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।'
(সুরা: রুম, আয়াত: ২১)

বিয়ে মহান আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ এক নেয়ামত।
আল্লাহ তাআলা বলেন,
وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ○
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰ تُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْۤ اٰتٰٮكُمْ ؕ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○
তোমাদের মধ্যে যাহারা বিবাহহীন তাহাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যাহারা সৎ তাহাদেরও। তাহারা অভাবগ্রস্ত হইলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদেরকে অভাবমুক্ত করিয়া দিবেন; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, র্সবজ্ঞ।
যাহাদের বিবাহের সামর্থ্য নাই, আল্লাহ্ তাহাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তাহারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস - দাসীদের মধ্যে কেহ তাহার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাহিলে, তাহাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা উহাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়াছেন তাহা হইতে তোমরা উহাদেরকে দান করিবে। তোমাদের দাসিগণ, সতীত্ব রক্ষা করিতে চাহিলে পার্থিব জীবনের ধনলালসায় তাহাদেরকে ব্যভিচারিণী হইতে বাধ্য করিও না, আর যে তাহাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাহাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
(সূরা: নূর,আয়াত: ৩২,৩৩)

বিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত।

হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

'চারটি কাজ রাসূলগনের সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।খতনা করা,সুগন্ধি ব্যবহার করা,মিসওয়াক করা এবং বিবাহ করা।'
(তিরমিযী:১ম খন্ড,কিতাবুন্ নিকাহ)
প্রাপ্ত বয়স্ক ও সামর্থ্যবান হলে বিলম্ব না করে বিয়ে করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব।বিবাহের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ গুনাহ থেকে দূরে থাকে।পাপকাজ হতে বিরত থাকে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত।তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

'হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে নেয়, কেননা তা চক্ষুকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে।আর যে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখেনা সে যেন রোজা রাখে।কেননা রোযা তার যৌন কামনাকে নিবৃত্ত করবে।'
(বুখারি, হাদিস : ৫০৬৬; মুসলিম, হাদিস : ১৪০০)

বিয়ে শুধু জৈবিক চাহিদাই নয়, বরং একটি মহান ইবাদত যা ঈমানের পূর্ণতার সহায়ক।কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ

অর্থাৎ 'তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা (স্বামীগণ) তাদের পোশাকস্বরূপ`।
(সূরা: বাকারা,আয়াত:১৮৭)

বিয়ের মাধ্যমে ইহ ও পরকালীন কল্যাণ সাধিত হয়। বিয়ে মানুষের জীবন পরিশীলিত, মার্জিত ও পবিত্র করে তোলে।বিয়ের মাধ্যমে অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ হয়।

হযরত আনাস (রাঃ)বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘যখন কোনো ব্যক্তি বিয়ে করে, তখন সে তার দ্বীনের অর্ধেক পূরণ করে। অতএব, বাকি অর্ধেকাংশে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।’
(মিশকাত, সহিহ আল-জামিউস সাগির ওয়া জিয়াদাতুহু, হাদিস : ৬১৪৮; তাবরানি, হাদিস : ৯৭২; মুসতাদরাক হাকিম, হাদিস : ২৭২৮)

আব্দুল্লাহ ইবনু ’আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘দুনিয়ার সমস্ত কিছুই তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ।তার মধ্যে মুসলিম সতীসাধ্বী রমণী সর্বশ্রেষ্ঠ ধন।’
(সহীহ : মুসলিম ১৪৬৭, নাসায়ী ৩২৩২, আহমাদ ৬৫৬৭, সহীহ আল জামি‘ ৩৪১৩)

বিবাহ হলো দুটি মানুষ ও পরিবারের মধ্যে এক অনন্য প্রতিশ্রুতি।বিবাহে রয়েছে অন্তরের শান্তি।যা আত্মার প্রশান্তি এবং লজ্জাস্থানের নিয়ন্ত্রণ উপায়। বিবাহ হলো সম্পদ ও সম্মানের রক্ষক এবং দৃষ্টি অবনতকারী।এতে রয়েছে ব্যক্তি ও গোটা সমাজের যাবতীয় কল্যাণ।এছাড়াও এতে রয়েছে নানান গুণ ও অনন্য সব বৈশিষ্ট্য।
বিবাহের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম লালিত হয়।

ইসলামে পরিবার গঠনের গুরুত্ব

একমাত্র পরিবারই হচ্ছে সঠিকভাবে মানব তৈরির কারখানা এবং মানব সন্তানের সর্বপ্রথম আশ্রয়স্থল।আর ইসলাম পরিবারকে এ ধরনের গুরুত্ব প্রদান করেছে এটা আশ্চর্যের কোনো বিষয় নয়।

একটি সন্তান তার মানসিক ও বৈষয়িক যে কোনোও ধরনের প্রয়োজন পূরণে অক্ষম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে।পরিবারই তার সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করে তাকে সুন্দরভাবে লালন-পালনের যথাযথ ব্যবস্থা করে।পরিবারই মানব সন্তানের মানসিক ও বৈষয়িক বিকাশের

সর্বপ্রথম আশ্রয়স্থল।এজন্যই পরিবার গঠন ও পরিবারের সুসম্পর্কই হচ্ছে মানবিক গঠন ও বিকাশের প্রাণকেন্দ্র। যার ওপর ভিত্তি করে মানবিক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে।
এজন্যই পবিত্র আল-কুরআন,রাসূলের বাণী এবং মানবতার মুক্তির ধর্ম ইসলাম পরিবারের সুসম্পর্কের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে পরিবারকে প্রথম বীজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

তাই আমাদেরকে পরিবার এবং পারিবারিক সুসম্পর্ক বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে হবে।যাতে করে পারিবারিক সম্পর্কের মূল্যায়ন করে মুসলিম সন্তানদেরকে যথাযথ তা'লীম-তরবিয়তের ব্যবস্থা করে সঠিকভাবে লালন পালন করা যায়।বর্তমান,ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় মুসলিম জাতিকে হিফাযত করা যায়।

সন্তানদেরকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির আগ্রাসনের শিকার, অন্ধবিশ্বাস, ভ্রান্ত-অনুকরণ, বিচ্যুতি এবং চিন্তার স্থবিরতা ইত্যাদি থেকে অপসারণ করা যায়।

দুনিয়াতে সন্তানকে তার দায়িত্ব পালনে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করার জন্য সন্তানকে তার বাল্যজীবনে মানসিক, শারীরিক আত্মিক তা'লীম-তরবিয়ত, সেবা-যত্ন, পরামর্শ, দিক-নির্দেশনা ইত্যাদি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আর এ সকল প্রয়োজন একমাত্র পিতা-মাতা পরিবারই দিয়ে থাকে। মানব সন্তানের আত্মিক, শারীরিক, বৈষয়িক বিকাশ এবং সকল প্রকার উন্নতি, অগ্রগতি-অবনতি, ইতিবাচক হোক আর নেতিবাচক হোক সকল ক্ষেত্রে পিতা-মাতার ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি।

সন্তানের ফিৎরাত, সন্তানের সাথে পিতা-মাতা ও পরিবারের সুসম্পর্ক এবং সন্তানের ভবিষ্যতের ভীত মজবুত করার লক্ষ্যে ইসলাম সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্যকে এত বেশি গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছে।

দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য

বিবাহ শুধুমাত্র দু'টি সত্তার মাঝে সৃষ্ট নিছক বন্ধন নয়।ইসলাম ধর্মে বিবাহ এমন এক বন্ধন,যেখানে একজন মুসলিম এটা জেনেই বিবাহ সম্পাদনে আগ্রহী হয় যে,এই বিবাহের চাওয়া হলো ভালোবাসা,স্থিরতা ও দুই পক্ষের মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি করা।
আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة

'তার এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন।'
(সূরা: রূম,আয়াত: ২১)

দাম্পত্য জীবনের পথ অনেক দীর্ঘ। সুদীর্ঘ এই পথে অনেক চাওয়া পাওয়া।এই চাওয়া পাওয়াগুলো সঠিকভাবে প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন এই দ্বীন ও সচ্চরিত্রের।দম্পতির মাঝে দ্বীন আর উত্তম চরিত্র না থাকলে এ-বিষয়গুলো অনেক কঠিন হয়ে যায়।আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا°

'নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ইমানদার পুরুষ, ইমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ, রোজা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও জিকিরকারী নারী-তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে নিজ পরিবারের নিকট সর্বোত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম।'
(সুনানুত তিরমিজি: ৬/১৯২, হা. নং ৩৮৯৫ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত)- হাদিসটি হাসান সহিহ

বিয়ের মাধ্যমে একজন পুরুষ এবং নারীর দাম্পত্য জীবন শুরু হয়।ইসলামের দাম্পত্য জীবন এমনই এক বিধান যা সামাজিক বিধান সমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী।
দাম্পত্য জীবনের মূল লক্ষ্য হলো সন্তান জন্মদান, তাদের লালন-পালন এবং দুনিয়াতে নিজ প্রজন্ম সংরক্ষণ।

প্রত্যেক বিবাহের পেছনে মূল লক্ষ্য নির্ধারিত থাকে।তা হলো পরিবার গঠন করা।আর এই পরিবার গঠনের প্রধান উপাদানই হলো সন্তান লাভ।কুরআনে বর্ণিত আছে,

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّاۤ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ۝

'তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করেন যাহাতে সে তাহার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তাহার সঙ্গে সংগত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং ইহা লইয়া সে অনায়াসে চলাফেরা করে। গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তাহারা উভয়ে তাহাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে, 'যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দাও তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকিবই।'
(সূরা: আ'রাফ,আয়াত : ১৮৯)

পরিবার পরিকল্পনা

সৃষ্টিজগতের সবকিছু সৃষ্টির পিছনে আল্লাহ তা'আলার একটি নিখুঁত পরিকল্পনা রয়েছে।কুরআনের আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ۝
مَا خَلَقْنٰهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۝

‘আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।আমি এই দুইটি অযথা সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।’ (সূরা: দোখান,আয়াত: ৩৮,৩৯)

তাঁর এ ঘোষণার মধ্যে মানব জাতির জন্য রয়েছে বিরাট শিক্ষা। আর তা হল মানব জাতির বাস্তব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রহণ করবে।পারিবারিক জীবনকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার জন্য ইসলাম যত বিস্তারিত বিধান দিয়েছে, সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন অঙ্গনের জন্যে এত ব্যাপক বিধি-বিধান দেওয়া হয়নি।
পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ বিধান দিয়ে দিয়েছে যাতে ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের এ মূল সংস্থাটি সকল রকম ভুল ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পায়।
সন্তান জন্মদান, লালন-পালন, শিক্ষাদান, বিবাহ, তালাক, ফারায়েয বা সম্পদ বন্টন নীতি, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য, পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক, বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য, অক্ষম ভাই-বোন ও নিকট আত্মীয়দের প্রতি কর্তব্য, মৃত ব্যক্তির প্রতি কর্তব্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে ইসলাম চিরস্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

সমাজ গঠনের মূল উপাদান হলো পরিবার।পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি।আর এই পরিবার শুরুই হয় বিবাহের মাধ্যমে বিবাহ হলো সমাজের প্রতিটি সদস্যের মাঝে পারিবারিক সহায়তা ও সম্প্রীতি রক্ষার পথ।সামাজিক সুখ এর ওপরই নির্ভর করে।বিয়ের মাধ্যমে দু'টি পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হয়।

পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব স্বামীর ওপর।তিনি পরিবারের দায়িত্বশীল পরিচালক।তার দায়িত্ব হলো পরিবারের ভরনপোষণে ব্যবস্থা করা।

ইমাম তিরমিযী রহ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘যখন তোমাদের নিকট এমন কোনোও দীনদার, আমানতদার পাত্র বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার দীনদারী এবং চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তার সাথে তোমরা বিবাহ দিয়ে দাও। যদি তোমরা এমতাবস্থায় বিয়ে না দাও তাহলে জমিনে বড় ধরনের ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হতে পারে’

(তিরমিযী, হাদীস নং ১০৮৪)

আর স্ত্রীর দায়িত্ব হলো ঘর,সন্তানের তত্ত্বাবধান করা।স্ত্রী হলো স্বামীর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী।

স্বামী-স্ত্রী,সন্তান-সন্ততি নিয়েই পরিবার গঠিত হয়।আর এই পরিবার নিয়েই সমাজ গঠিত।সন্তানরাই উম্মাহের ভবিষ্যত।এই সমাজ প্রতিষ্ঠা হয় সন্তানদের নিয়েই।

বিবাহের মাধ্যমে আত্মার মাঝে বন্ধন সৃষ্টি হয়। পরস্পরের দূরত্ব কমে আসে। স্বামী স্ত্রীর মাঝে মিল-মুহাব্বত সৃষ্টির যাবতীয় উপকরণ ইসলাম দিয়েছে।ইসলামে ভালোবাসা, অনুরাগ, হৃদয়ের শান্তি ও আত্মার প্রশান্তির-ই অপর নাম হলো বিবাহ।

বিবাহ হলো উম্মতে মুহাম্মদীর বংশ বিস্তারের মাধ্যম।কিয়ামতের দিন এর জন্য অন্যান্য সকল নবীর উম্মতের সামনে।আমাদের নবী করিম (সাঃ) গর্ব করবেন।তাছাড়া বিবাহ হলো মানব জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপলক্ষ।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত।তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

“বিবাহ আমার একটি সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অনুসারে আমল করবে না, সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিবাহ করো। কেননা, আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব করব। তাই যে সামর্থ্যবান, সে যেন বিবাহ করে নেয়। আর যে সামর্থ্যবান নয়, সে যেন রোজা রাখে। কেননা, রোজা তার জন্য (কামনা-বাসনা দমিত রাখার ক্ষেত্রে) রক্ষাকবচ।’
(সুনানু ইবনি মাজাহ : হা. নং ১৮৪৬ (দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যি)-হাদিসটি হাসান

সুসন্তান লাভের আকাঙ্খা

সন্তান লাভ করা সবার জন্য পরম আকাঙ্ক্ষিত একটি বিষয়।সন্তান আল্লাহর দেয়া সবচেয়ে বড় নিয়ামত।সন্তান-সন্ততি দান করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।আল্লাহ কাউকে সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করেন আবার কাউকে সন্তান না দিয়ে পরীক্ষা করেন। আপনার সন্তান না

হওয়াটা কিন্তু আপনার ইখতিয়ারে নেই। এটা পুরোপুরিই আল্লাহর ফায়সালা।আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْــًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّـكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْــًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّـكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْـتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ○

কিন্তু তোমরা যাহা অপছন্দ কর সম্ভবত তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যাহা ভালবাস সম্ভবত তাহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জান না। (সূরা: বাকারা,আয়াত: ২১৬)

সন্তানের জন্য ভালো একজন মা নির্বাচন করা। সন্তানের মন-মানসিকতা গঠনের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার মন-মানসিকতার ও প্রভাব থাকে।তাই নেক সন্তান চাইলে বিয়ের ক্ষেত্রে দ্বীনদার নারীকে প্রাধান্য দিতে হবে।শরীয়তে এর গুরুত্ব অনেক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ,

নারীকে বিবাহ করবে চারটি জিনিস দেখে;
১)সম্পদ দেখে
২)বংশ দেখে
৩) সৌন্দর্য দেখে
৪) দ্বীনদারিত্ব দেখে
তবে প্রথম তিনটা যদি নাও থাকে , দ্বীনদারিতা যদি থাকে তাহলে দ্বীনদারিতাকে প্রাধান্য দিবে। যদি তুমি দ্বীনদারিতাকে প্রাধান্য না দাও তাহলে তুমি ধ্বংস হও।'
(সহীহ বুখারি, হা নং- ৫০৯০)

নেক সন্তান লাভের জন্য আল্লাহর কাছে চাওয়ার কোন বিকল্প নেই।আল্লাহর কাছে চাইলে তিনিই আমাদের সন্তান দান করবেন।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,
لِّلّٰـهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۙ○
اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ○

'তিনি যাকে খুশি সন্তান দান করেন এবং যাকে খুশি পুত্রসন্তান দান করেন।যাকে খুশি কন্যা ও পুত্র উভয়টি দান করেন।যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন।নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।'

(সুরা: আশ-শুরা,আয়াত: ৪৯,৫০)

ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম হাকিম রহ. সকলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে ,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

'তোমরা স্নেহময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী মেয়েদেরকে বিবাহ কর, যাতে আমি কিয়ামতের দিন অধিক উম্মতের মাধ্যমে গর্ব করতে পারি।'

(আহমদ, হাদীস নং ১২৬১৩)

সন্তানের জন্য দু'আ এর গুরুত্ব

দু'আ মুমিনের জীবনের এক অন্যতম হাতিয়ার।

নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

'দোয়াই হলো ইবাদত।'

(তিরমিযী ২৯৬৯, ৩২৪৭, ৩৩৭২, আবূ দাউদ ১৪৭৯, ১৭৮৮৮, ১৭৯১৯, ১৭৯৬৪, আল-আহকাম ১৯৪, রাওদুন নাদীর ৮৮৮, মিশকাত ২৩৩০, সহীহ আবু দাউদ ১৩২৯)- সহীহ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِیٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ۝

'তোমাদের প্রতিপালক বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারবশে আমার 'ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।'

(সূরা: মুমিন, আয়াত : ৬০)

আল্লাহর নিকট দু'আ করার ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারে।জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট দু'আ করা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ তাআলা দু'আ করাকে পছন্দ করেন।সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ থেকে উত্তম কিছুই হতে পারেনা।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

'যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।'
(তিরমিযী ৩৩৭৩, সহীহাহ ২৬৫৪)-হাসান

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

'মহান আল্লাহর নিকট দোয়ার চেয়ে অধিক সম্মানিত কোন জিনিস নাই।'
(তিরমিযী ৩৩৭০, মিশকাত ২৩২, আত-তালীকুর রাগীব ২/২৭০)- হাসান

হযরত সালমান আল ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

'দোয়া ছাড়া অন্য কিছুই তাকদিরের লিখনকে পরিবর্তন করতে পারে না এবং নেক আমল ছাড়া অন্য কিছু বয়স বাড়াতে পারে না।' (মিশকাত ২২৩৩, তিরমিজি)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

'নিঃসন্দেহে দোয়া ঐসব কিছুর জন্যই কল্যাণকামী যা সংঘটিত হয়েছে এবং যা এখনো সংঘটিত হয়নি। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দোয়া করাকে নিজের প্রতি খুবই জরুরী মনে করবে বা যত্নবান হবে।'
(মিশকাত ২২৩৪, তিরমিজি)

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘কোনো ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কোনো দোয়া করলে আল্লাহ তাআলা হয়ত সে দোয়া কবুল করেন অথবা এরূপ কোনো বিপদকে তার ওপর থেকে দূরে সরিয়ে দেন, যদি সে কোনো গুনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের জন্য দোয়া না করে।’
(মিশকাত ২২৩৬, তিরমিজি)

সুসন্তান লাভের দু'আ

সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দু'আ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান আর কিছু নেই।সুসন্তান চাইতে হবে কেবল আল্লাহর কাছেই।একান্ত নিবিষ্ট মনে নিজের মত করে নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে নেক সুস্থ ও নেককার সন্তান কামনা করে দোয়া চাইতে হবে।

নেক সন্তানের জন্য কুরআনে বর্ণিত হযরত যাকারিয়া (আঃ) দু'আঃ

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ۝

‘হে আমার মালিক! আপনি আপনার কাছ থেকে আমাকে একজন নেক্কার সন্তান দান করুন; নিশ্চয়ই আপনি মানুষের ডাক শুনেন।’
(সূরা: আলে ইমরান, আয়াত : ৩৮)

رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۖ

‘হে আমার রব! আমাকে একা নিঃসন্তান করে রেখো না, তুমিই তো উত্তম মালিকানার অধিকারী’।
(সূরা: আল আম্বিয়া, আয়াত : ৮৯)

কুরআনে বর্ণিত হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর দু'আঃ

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ

'হে আমার রব! আমাকে নামাজ কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার আওলাদের মধ্য হতেও এমন লোক সৃষ্টি করুন,যারা নামায কায়েম করবে; হে আমার রব! আমার দোয়া কবুল করে নিন।'
(সূরা: ইবরাহীম,আয়াত : ৪০)

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ۝

'হে আমার রব! আমাকে একজন নেক্কার সন্তান দান করুন।'
(সূরা: আস ছফফাত,আয়াত : ১০০)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا۝

'হে আমাদের রব! তুমি আমাদের (স্বামী) স্ত্রী ও সন্তানদের আমাদের জন্য এমনভাবে বানিয়ে দাও যেন তারা আমাদের নয়ন জুড়িয়ে দেয়, চক্ষু শীতল করে দেয় এবং আমাদেরকে আল্লাহওয়ালাদের নেতা বানিয়ে দাও।'
(সূরা: আল-ফুরক়ান,আয়াত : ৭৪)

هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا

'ইয়া রব! আপনি আমাকে এক উত্তরাধিকারী দান করুন।'
(সূরা: মারইয়াম, আয়াত: ০৫)

সহবাসের সময় দু'আঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

'যখন তোমাদের কেউ আপন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করে তখন উক্ত দোয়া পড়ে যেন মিলিত হয়।এ মিলনে যদি তাদের ভাগ্যে কোনো সন্তান আসে, সে সন্তানকে শয়তান কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'
(বুখারি, হাদিস : ৬৩৮৮)

بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

‘হে আল্লাহ! আপনার নামে শুরু করছি, আপনি আমাদের নিকট হতে শয়তানকে দূরে রাখুন। আমাদের এ মিলনের ফলে যে সন্তান দান করবেন, তা হতেও শয়তানকে দূরে রাখুন।’

ইস্তেগফার করা:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

অর্থঃআমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকটই তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।

নেক সন্তানের জন্য আল্লাহর নিকট বেশি বেশি ইস্তেগফার করা।এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ؕ

‘তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দেবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দেবেন। তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।’
(সুরা: নুহ, আয়াত : ১২)

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ○

“হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকেই ফিরে আস। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদেরকে আরও শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিওনা।” (সুরা: হুদ, আয়াত : ৫২)

ইস্তেগফার নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

'যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তেগফার করবে, আল্লাহ্ তার সব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন। সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রিজিকের সংস্থান করে দেবেন।'
(আবু দাউদ, হাদিস : ১৫২০)

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

সন্তান জন্মের সময় :

১. জন্মের পরপরই মৃদুস্বরে ডান কানে আজান ও বাম কানে একামত দেওয়া। (তিরমিজি: ১৫১৪)

২. সুন্দর নাম রাখা। (আবু দাউদ: ৪৯৪৮)

৩. ছেলেসন্তানের জন্য দুইটি এবং মেয়েসন্তানের জন্য একটি ছাগল আকিকাহ করা। (তিরমিজি: ১৫১৩)

৪. শিশুকে পুরো দুই বছর বুকের দুধ পান করানো। (সুরা লুকমান: ১৪)

৫. সপ্তম দিনে সন্তানের মাথা মুন্ডন করা এবং চুলের ওজন অনুযায়ী রুপার মূল্য সদকা করে দেয়া।

৬. ছেলে সন্তানের সুন্নতে খতনা করানো।

এছাড়াও সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো:

৭. সন্তানের সঠিক লালন-পালন ও ব্যয়ভার বহন করা। (তিরমিজি: ১৭০৫)

৮. কন্যাসন্তানদের ব্যয়ভার বহনে অধিক গুরুত্ব দেওয়া। (মুসলিম: ২৬৩১)

৯. ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া। (ইবনে মাজাহ: ৩৬৭১)

১০. সন্তানদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করা এবং স্নেহ করা।(বুখারি: ৫৯৯৭)

১১. সব সন্তানের প্রতি সমতা ও ন্যায় বজায় রাখা। (বুখারি: ২৫৮৭)

১২. সন্তান বিয়ের উপযুক্ত হলে বিয়ের ব্যবস্থা করা।

সন্তান প্রতিপালনে করণীয়

সন্তান প্রতিপালন পিতা-মাতার উপর এক মহা দায়িত্ব।এই সন্তান বড় হয়ে একদিন উম্মাতের নেতৃত্ব দিবে।সেই গুরু দায়িত্ব যাতে সঠিকভাবে পালন করতে পারে তার জন্য পিতা-মাতারই সন্তানকে সামর্থ্যবান করে গড়ে তুলতে হবে।এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।"
(সূরা: আত তাহরীম,আয়াত:০৬)

পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক প্রধানত তিনটি।

১.জন্মের পর পরই সন্তানের জন্য উত্তম একটি নাম রাখা।
২.জ্ঞান, বুদ্ধি বাড়লে সন্তানকে কুরআন তথা ইসলাম শিক্ষা দেয়া।
৩.সন্তান যখন পূর্ণবয়স্ক হবে তখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ,

"তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে বাধ্য।"

পিতা-মাতার সদিচ্ছার সাথে তাদের ছেলেমেয়েকে সুন্দর, চরিত্রবান ও সৎ নাগরিক এবং ঈমানদার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বাস্তব ও কার্যকর বিধিব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগের বিরাট দায়িত্বের কথা কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

গর্ভাবস্থায় সন্তানের প্রতি মায়ের কর্তব্য

সন্তান যখন মাতৃগর্ভে থাকে,তখন ভ্রূণ অবস্থা থেকেই সন্তানের ওপর মায়ের যাবতীয় চাল-চলন ও গতিবিধির বিস্তর প্রভাব পড়ে।গর্ভাবস্থার প্রথম থেকেই মায়ের কষ্ট শুরর হয়।একজন মা অনেক কষ্ট করে সন্তানকে দুনিয়ায় নিয়ে আসে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ

তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে।'
(সুরা: লুকমান, আয়াত: ১৪)

গর্ভবতী অবস্থায় মায়ের চালচলন, চিন্তা, বিশ্বাস, গতিবিধি ও চরিত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব তার গর্ভস্থ সন্তানের ওপর পড়ে। মা যদি সৎ চরিত্রবান, সৎকর্মশীলা, সুশৃংখল হয় তাহলে তার কাঙ্ক্ষিত সন্তানও সচ্চরিত্রবান হতে পারে।তেমনিভাবে এ সময় গর্ভবর্তী মা যদি নিলজ্জ ও বেহায়াভাবে চলাফেরা করে, অশ্লীল কাজকর্ম করে বেড়ায়, উচ্ছৃংখল আচরণ করে, তাহলে তার গর্ভস্থ সন্তানের ওপর অনুরূপ প্রভাবই পড়তে পারে।
কাজেই গর্ভকালীন সময়ে মায়ের উচিত শালীন ভাবে চলাফেরা করা।
এসময়ে মায়ের কিছু করণীয় হলো:

•গুনাহ মুক্ত থাকা:
সকল খারাপ কাজের মূল হচ্ছে গুনাহ।গুনাহ অন্তরকে কঠিন করে দেয়।গর্ভাবস্থায় সকল প্রকার গুণাহ থেকে মায়ের উচিত নিজেকে হেফাজতে রাখা।

•বেশি বেশি আমল করা:
নেক আমল আল্লাহ তাআলার কাছে অত্যন্ত প্রিয়।এসময়ে মায়ের উচিত বেশি বেশি নেক আমল করা।পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করা,পরিপূর্ণ পর্দা রক্ষা করে চলা,গীবত,পরনিন্দা,পরচর্চা থেকে দূরে থাকা।

•ধৈর্য ধারণ করা:
গর্ভকালীন সময় একজন মায়ের জন্য অনেক কঠিন পরীক্ষা।এসময় মা তার শরীরে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করে।অনেক কষ্ট সহ্য করে।এই সময়টা আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একজন মাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

পবিত্র কুরআনের আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞

‘নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই আছে সুখ।’
(সুরা: আলাম নাশরাহ,আয়াত: ৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘সবর হলো জ্যোতি।’
(মুসলিম ২২৩)

•নফল ইবাদতে মনোযোগী হওয়া:
এ অবস্থায় একজন মায়ের উচিত ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি নফল ইবাদতে সময়।যত বেশি নফল ইবাদত করবে তার গর্ভস্থ সন্তানের উপর এর উত্তম প্রভাব ফেলবে।

•হালাল খাবার ভক্ষণ করা হারাম থেকে দূরে থাকা:

হারাম খাবার গ্রহন করলে কোনো ইবাদতই আল্লাহ কবুল করবেন না।কাজেই হালাল খাবার গ্রহনের মাধ্যমে এ অবস্থায় একজন মায়ের আল্লাহ নির্দেশ পালন করতে হবে।

•নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া:
সন্তানের সঠিক বৃদ্ধির জন্য এ অবস্থায় একজন মাকে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে।নিজের শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য সঠিক খাবার গ্রহন করা।ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করা।পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমানো এবং হাঁটাচলা করা।

•আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা:
গর্ভাবস্থায় বেশি বেশি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া সবচেয়ে বড় নিয়ামত।এই নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

‘সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করিব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হইও না।’
(সুরা: বাকারা,আয়াত: ১৫২)

•সন্তানের জন্য দু'আ ও জিকির করা:
সন্তান যেন দুনিয়াতে সুষ্ঠু স্বাভাবিকভাবে জন্ম নেয়,জন্মের পর সন্তান যেন নেককার হয়,পিতা-মাতার নাজাতের উসিলা হয়,পরকালের জন্য সাদাকায়ে জারিয়াহ হয় তার জন্য গর্ভাবস্থার শুরু থেকেই একজন মায়ের উচিত বেশি বেশি দু'আ করা।সর্বাবস্থায় জিকিরের মাধ্যেমে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকা।

সন্তানের জন্মলগ্নে ইসলামিক নিয়ম নীতি

একটি শিশু জন্ম নেয়ার পর পরই ইসলামের কিছু নিয়ম পালন করতে।যেগুলো সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে উল্লেখ রয়েছে।

মহান আল্লাহর প্রশংসা করা:

সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আল্লাহর প্রশংসা করা, শুকরিয়া আদায় করা এবং সন্তানের কল্যাণের জন্য দোয়া করা।
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যেভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়া করেছিলেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ
رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ°
رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ°

‘সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দোয়া শ্রবণকারী। হে আমার রব! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব! আমার দোয়া কবুল করুন। হে আল্লাহ! যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।’
(সুরা: ইবরাহিম, আয়াত: ৩৯-৪১)

সুসংবাদ দেয়া:

সন্তান আগমনের সুসংবাদ প্রিয়জনদের জানানো নবীদের সুন্নত। আবার এই সংবাদ জানার পর পিতা-মাতাকে মোবারকবাদ জানানো এবং খুশি প্রকাশ করাও সওয়াবের কাজ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা হযরত জাকারিয়া (আঃ) কে তাঁর অনাগত পুত্র সন্তান ইয়াহইয়া (আঃ) এর সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ°

'যখন যাকারিয়া কক্ষে সালাতে দাঁড়াইয়াছিলেন তখন ফিরিশতাগণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দিতেছেন, সে হইবে আল্লাহ্র বাণীর সমর্থক, নেতা, স্ত্রী বিরাগী এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী।'
(সূরা : আলে ইমরান, আয়াত: ৩৯)

তেমনিভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে তাঁর অনাগত সন্তানের এর সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ○

'অতঃপর আমি তাহাকে এক স্থিরবুদ্ধি সম্পন্ন পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।'
(সূরা: আস-সফফাত,আয়াত: ১০১)

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۨاسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا○

"হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম ইয়াহইয়া। ইতিঃপূর্বে কাউকে আমি এ নাম দেই নি।"
(সূরা: মারইয়াম, আয়াত: ৭)

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُواْ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلٰمٍ عَلِيمٍ○

"এতে তাদের (ফিরিশতাদের) সম্পর্কে সে (ইবরাহীমের স্ত্রী) মনে মনে ভীত হলো। তারা বলল, ভয় পেয়োনা, তারা তাঁকে এক বিদ্বান পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।"
(সূরা: আয-যারিয়াত, আযাত: ২৮)

আজান দেয়া:

সন্তান জন্ম নেয়ার পরপরই ডান কানে আজান দেওয়া সুন্নত।সন্তানের কানে সর্বপ্রথম আল্লাহর সর্বভৌমত্ব ও মহত্বের বাণী পৌঁছাতে হবে।আযানের প্রথম চারটি বাক্যে আছে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা, পরের দুটি বাক্যে আল্লাহর একত্ববাদ ও শিরকমুক্ত হওয়ার সাক্ষ্য, এর পরের দুটি বাক্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী এবং তাঁর

আদর্শকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার স্বীকারোক্তি, তার পরের দুটি বাক্যে রয়েছে নামায তথা আল্লাহর ইবাদতের প্রতি দাওয়াত। পরবর্তী দুটি বাক্যে রয়েছে সফলতার প্রতি আহ্বান। সর্বশেষে পুনরায় আল্লাহর একত্ববাদ ও নবীজীর রিসালাতের ঘোষণা।

আবু রাফে (রা.) বর্ণনা করেন,

'ফাতিমার ঘরে হাসান ইবন আলি ভূমিষ্ঠ হলে আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)–কে তার কানে আজান দিতে দেখেছি।'
(আবু দাউদ ও তিরমিজি)-সহীহ

কিছু কিছু বর্ণনায় বাম কানে একামত দেওয়ার কথাও এসেছে।তবে বাম কানে একামত দেওয়ার ব্যাপারে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা বিশুদ্ধ সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়।

তাহনিক করানো:

তাহনিক করানো একটি সুন্নাত আমল।কোনো আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির মুখে খেজুর চিবিয়ে নরম করে তা এমনভাবে শিশুর মুখে রাখা যাতে সে রস শুষে নিতে পারে এটাকেই তাহনিক বলা হয়।

ইমাম নববি রহ. বলেন,

"সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে খেজুর দিয়ে তাহনিক করা সুন্নত। অর্থাৎ খেজুর চিবিয়ে নবজাতকের মুখের তালুতে আলতোভাবে মালিশ করা এবং তার মুখ খুলে দেওয়া, যাতে তার পেটে এর কিছু অংশ প্রবেশ করে।"
তিনি বলেন, কতক আলেম বলেছেন,
"খেজুর সম্ভব না হলে অন্য কোনো মিষ্টি দ্রব্য দিয়ে তাহনিক করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, সবার নিকটই তাহনিক করা মুস্তাহাব, আমার জানা মতে এ ব্যাপারে কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেননি।"
(শরহে মুহাজ্জাব: ৮/৪২৪)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ তালহা ভূমিষ্ঠ হলে আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি বলেন,
'তোমার সঙ্গে কি খেজুর আছে?' আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর চিবালেন। অতঃপর তা বের করে বাচ্চার মুখে দিলেন। বাচ্চাটি জিব্বা দিয়ে চুসে ও ঠোটে লেগে থাকা অংশ চেটে খেতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে বলেন, 'দেখ, আনসারদের খেজুর কত প্রিয়!'
(সহীহ মুসলিম)

আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

আমার সন্তানের জন্ম হলে, আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখেন ইবরাহিম। অতঃপর খেজুর দিয়ে তাহনিক করেন, তার জন্য বরকতের দো'আ করেন এবং আমার কাছে ফিরিয়ে দেন।
(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

অর্থবোধক সুন্দর নাম রাখা:

অর্থবহ সুন্দর নাম সন্তানের অধিকার।সন্তানের ভালো,অর্থবহ ও সুন্দর নাম রাখার চেষ্টা করা মুসলিম পিতা-মাতার কর্তব্য।সুন্দর ও উত্তম নামের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর গুনাবলির সাথে মিল রয়েছে এ ধরনের নাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

'কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজ নামে ও তোমাদের বাপ–দাদার নামে ডাকা হবে। অতএব তোমাদের নাম সুন্দর করে নাও।' (আহমদ ও ইবনে হিব্বান)

সন্তানের জন্মের প্রথম দিন থেকে সপ্তম দিনের মধ্যে নব জাতকের নাম রাখা সুন্নত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

“আজ রাতে আমার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আমার পিতা ইবারাহীমের নামানুসারে তার নামকরণ করেছি ইবরাহীম।”
(সহীহ মুসলিম)

ব্যক্তির নাম তার স্বভাব চরিত্রের ওপর ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।শায়খ আবূ বকর যায়েদ বলেন,

“ঘটনাক্রমে দেখা যায় ব্যক্তির নামের সাথে তার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের মিল থাকে। এটাই আল্লাহর তা'আলার হেকমতের দাবী। যে ব্যক্তির নামের অর্থে চপলতা রয়েছে তার চরিত্রেও চপলতা পাওয়া যায়। যার নামের মধ্যে গাম্ভীর্যতা আছে তার চরিত্রে গাম্ভীর্যতা পাওয়া যায়। খারাপ নামের অধিকারী লোকের চরিত্রও খারাপ হয়ে থাকে। ভাল নামের অধিকারী ব্যক্তির চরিত্রও ভাল হয়ে থাকে।”
(বকর আবু যায়দ, তাসমিয়াতুল মাওলুদ, পৃষ্ঠা- ১/১০ ও ইবনুল কাইয়্যেম, তুহফাতুল মাওদুদ, পৃষ্ঠা-১/১২১।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

“আল্লাহর পছন্দনীয় ও সর্বোত্তম নাম হচ্ছে, আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান।”
(মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাররাহ নাম রাখতেও নিষেধ করেছেন (যার অর্থ পূণ্যবান নারী)। যয়নব বিনতে আবু সালামা বলেন, তার নাম ছিল বাররাহ বিনতে আবু সালামা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা নিজদেরকে নিষ্পাপ ঘোষণা কর না। আল্লাহই ভালো জানেন কে নিষ্পাপ আর কে পূণ্যবান। তারা বলল, আমরা তাকে কী নামে ডাকব? তিনি বললেন, যয়নাব বলে ডাক।”
(সহীহ মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

"তোমরা আমার নামে নাম রাখ। আমার কুনিয়াতে (উপনামে) কুনিয়ত রেখো না।"
(বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ৮৩৭)-শাইখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

"সবচেয়ে সত্য নাম হচ্ছে, হারিস ও হাম্মাম। আর সবচেয়ে ঘৃণিত নাম হচ্ছে, হারব ও মুররাহ।"
(আবু দাউদ)

মাথা মুন্ডন করা:

ছেলে কিংবা মেয়ে সন্তান হোক জন্মের সপ্তম দিন চুল কাটা সুন্নত।
আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম দিন হাসান ও হুসাইনের চুল কাটার নির্দেশ দেন এবং চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সদকা করেন।"

সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

"প্রত্যেক সন্তান তার আকিকার বিনিময়ে বন্ধক হিসেবে রক্ষিত। অতএব, সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে আকিকা কর, তার চুল কাট ও তার নাম রাখ।"
(তিরমিযী,আহমাদ)-সহীহ

নবজাতকের চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সদকা করা সুন্নত।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হাসানের পক্ষ থেকে একটি বকরি আকিকা দিয়েছেন এবং বলেছেন, হে ফাতেমা, তার মাথা মুণ্ডন কর ও তার চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সদকা কর।" (তিরমিযী)

হাফেয ইবন হাজার আসকালানী রহ. বলেন, সব বর্ণনাতে রৌপ্যের কথাই এসেছে।(তালখিসুল হাবির) হ্যাঁ, অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনাতে রৌপ্য বা স্বর্ণ সদকার কথাও বলা হয়েছে।

আকিকাহ করা:

ইসলামী পরিভাষায় আকিকাহ হচ্ছে, নবজাতকের পক্ষ থেকে পশু জবেহ করা।আকিকাহ করার মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করা, জানের সদকা করা ও আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা করার কথা বলা হয়েছে।ছেলে সন্তানের পক্ষ থেকে দুটি এবং মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরি আকিকা করতে হয়।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

“ছেলের পক্ষ থেকে সমমানের দু’টি আর মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরি জবেহ কর।” (আহমদ, তিরমিযী)-ইমাম তিরমিযীর নিকট হাদীসটি হাসান ও সহীহ

সন্তান জন্মের ৭ম দিন সম্ভব না হলে ১৪তম দিন বা ২১তম দিন আকিকাহ করা সুন্নত। বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

“সপ্তম দিন অথবা চতুর্দশ দিন অথবা একুশতম দিন আকিকা কর।”(তিরমিযী)

আকিকাহ করার মাধ্যমে শিশুর জান,মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
সালমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

“বাচ্চার সঙ্গে আকিকার দায়িত্ব রয়েছে। সুতরাং তোমরা তার পক্ষ থেকে আকিকা কর এবং তার শরীর থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করে দাও।”
(সহীহ বুখারী)

সুন্নতে খৎনা করানো:

শিশু জন্মের সপ্তম দিন খৎনা করানো সুন্নত।খৎনার বয়স জন্মের এক সপ্তাহ পর থেকে শুরু হয়। তবে সাত বছর পুরো হওয়ার আগেই খৎত করানো ভালো। সাবালক হওয়ার পূর্বে খৎনা করা অবশ্য জরুরি। শারীরিকভাবে শক্ত-সামর্থ্যবান হওয়ার পরই সুবিধাজনক সময়ে ছেলে শিশুদের খৎনা করিয়ে দেওয়া পিতামাতার দায়িত্ব।

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান এবং হুসাইনের সপ্তম দিন আকিকা দিয়েছেন ও খৎনা করিয়েছেন।”
(বায়হাকী)

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তিনি বললেন,
“কুফরির চুল মুণ্ডিয়ে ফেল আর খাৎনা কর।”
(আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ
“মানুষের ফিতরাত (প্রকৃতিগত স্বভাব) পাঁচটি। যথা:
১. খৎনা করা।
২. নাভির নিচের পশম পরিস্কার করা।
৩. বগলের নিচের পশম উপড়ানো।
৪. নখ কাটা।
৫. গোঁফ ছোট করা।”
(বুখারী, মুসলিম)

দুধ পান করানো:

শিশুর জন্য মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নেই। শিশুকে স্তন্যদান শিশুর জন্য যেমন উপকারী তদ্রূপ মার জন্যও উপকারী।এর মাধ্যমে সন্তানের সাথে গভীর বন্ধন তৈরি হয়।

আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের জন্মের পর তাঁর মাকে নির্দেশ দেন,

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِۚ

'আমি মুসার মায়ের অন্তরে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিলাম, তাকে দুধ পান করাও।'
(সুরা: কাসাস, আয়াত : ৭)

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ‌ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰ لِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ‌ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ‌ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

যে স্তন্যপানকাল পূর্ণ করিতে চাহে তাহার জন্য জননীগণ তাহাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্যপান করাইবে। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাহাদের ভরণ - পোষণ করা। কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত কার্যভার দেওয়া হয় না। কোন জননীকে তাহার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তাহার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না। এবং উত্তরাধিকারীরও অনুরূপ কর্তব্য। কিন্তু যদি তাহারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ করিতে চায় তবে তাহাদের কাহারও কোন অপরাধ নাই। তোমরা যাহা বিধিমত দিতে চাহিয়াছিলে, তাহা যদি অর্পণ কর তবে ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানকে স্তন্যপান করাইতে চাহিলে তোমাদের কোন গুনাহ নাই। আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।
(সূরা: আল বাকারা,আয়াত: ২৩৩)

সন্তান জন্মলগ্নে শিরক থেকে দূরে রাখা:

নবজাতককে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রায়ই দেখা যায় মানুষের বদনজর থেকে রক্ষার জন্য তার কপালে কালো টিপ দেয়া হয়।বদনজর থেকে হেফাজতের উদ্দেশ্যে শিশুর কপালে টিপ দেওয়াকে ইসলাম সমর্থন করে না।

কালো টিপ কখনো বদনজর রোধ করেনা।এটি সম্পূর্ণ শিরকের অন্তর্ভূক্ত।আল্লাহই একমাত্র হেফাজতকারী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন রা. এর জন্য এই দোয়া পড়ে আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন-

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ.

অর্থ : সকল শয়তান, কীটপতঙ্গ ও বদনজর হতে তোমাদেরকে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালিমাসমূহের আশ্রয়ে দিচ্ছি।
(সহীহ বুখারী)

এছাড়াও সকাল সন্ধ্যা আয়াতুল কুরসী, তিন কুল পড়ে শিশুর শরীরে ফুঁ দিয়ে শিশুকে বদ নজর থেকে হেফাজত করার চেষ্টা করা।

নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

মানব সন্তান অত্যন্ত অসহায় ও দুর্বল অবস্থায় দুনিয়াতে আগমন করে।পিতা-মাতা দায়িত্ব হলো সন্তানের বেড়ে ওঠা নিরাপদ করা।

পিতা-মাতা ও পরিবার হচ্ছে সন্তানের সুরক্ষা ও বিকাশের কেন্দ্রভূমি। সন্তান সঠিকভাবে বেড়ে উঠছে কি না সে ব্যাপারে সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখা পিতা-মাতার দায়িত্ব।সন্তানের সার্বিক বিকাশের জন্য পারিবারিক শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনে ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা তাঁকে তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.) এর দৃষ্টি থেকে দূরে কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে,হযরত ইয়াকুব(আ.) বলেন,

قَالَ اِنِّىۡ لَيَحۡزُنُنِىۡۤ اَنۡ تَذۡهَبُوۡا بِهٖ وَاَخَافُ اَنۡ يَّاۡكُلَهُ الذِّئۡبُ وَاَنۡـتُمۡ عَنۡهُ غٰفِلُوۡنَ○

‘সে [ইউসুফ (আ.)-এর পিতা ইয়াকুব (আ.)] বলল, ‘এটা আমাকে অবশ্যই কষ্ট দেবে যে তোমরা তাকে নিয়ে যাবে আর আমি আশঙ্কা করি তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী হলে তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে।’
(সুরা : ইউসুফ,আয়াত : ১৩)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَقۡتُلُوۡۤا اَوۡلَادَكُمۡ خَشۡيَةَ اِمۡلَاقٍ‌ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُهُمۡ وَاِيَّاكُمۡ‌ؕ اِنَّ قَتۡلَهُمۡ كَانَ خِطۡاً كَبِيۡرًا○

‘দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। তাদের এবং তোমাদের জীবিকা আমিই দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।’
(সুরা: বনি ইসরাঈল,আয়াত: ৩১)

সন্তানের ভরনপোষণ

পিতা-মাতা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সন্তানের জন্য হালাল খাদ্য,বস্ত্রের করবেন।যা সন্তানের জন্মগত অধিকার।

সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ করা মাতা-পিতার অপরিহার্য কর্তব্য।যাতে তাদের অন্যের উপর নির্ভর করতে না হয়।অন্যের সম্পত্তির দিকে মুখাপেক্ষী হতে না হয়।সন্তানদের পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানিসহ প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করা পিতামাতার জন্য আবশ্যক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘প্রথমে তাদেরকে দিবে,যাদের ভরণপোষণ তোমার দায়িত্বে।’
(বুখারী, হাদীস নং: ৫৩৫৫, মুসলিম,হাদীস নং: ১০৪২)

প্রত্যেক মাতা-পিতারই আশা থাকে, তাঁদের সন্তান যেন কোনোভাবে কষ্ট না পায়। তারা যেন পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। অভাব-অনটন যেন তাদের স্পর্শ না করে।

সন্তান-সন্ততি পরিবারের জন্য অর্থ সম্পদ ব্যয় করলে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।এই ব্যয় সাদাকাহ ও সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘সাওয়াবের আশায় কোন মুসলিম যখন তার পরিববার-পরিজনের জন্য খরচ করে, তা তার সাদাকায় পরিগণিত হয়।’
(সহীহ বুখারী,হাদিস নং:৫৩৫১)

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘এ অর্থ তুমি প্রথমে তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর। তারপর যদি কিছু বাকি থাকে, তা হলে তোমার পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় কর। অতঃপর তোমার নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় কর। এরপরও যদি কিছু অবকাশ থাকে, তা হলে তা এদিক-সেদিক ব্যয় কর। এ বলে তিনি সামনে ডানে ও বামে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন।’
(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৯৯৭)

সন্তানদের জন্য কিছু সঞ্চয় করা ইসলামের শিক্ষা। সন্তানদের কারো মুখাপেক্ষী রেখে যাওয়া রাসূল (সা.) পছন্দ করেননি।
তিনি বলেন,

‘তোমার উত্তরাধিকারীদের মানুষের করুণার মুখাপেক্ষী রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদের সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়াই উত্তম।’
(বুখারি হাদীস নং: ৪৩৫, মুসলিম হাদীস নং: ১২৫১)

পিতামাতার উচিত কল্যাণ ও সওয়াবের আশায় সন্তানের সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ ভবিষ্যত নিশ্চিত করার লক্ষ্য কোনোরূপ অপচয়-অপব্যয় না করে সন্তানের জন্য ভারসাম্য রক্ষা করে খরচ করা।

আদর যত্ন ও ভালোবাসা

দয়া-অনুগ্রহ, স্নেহ-মমতা, আদর,ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রকাশ সন্তানের প্রতি সদাচার ও উত্তম আখলাকের অন্তর্ভুক্ত।

সন্তানকে আদর,মহব্বত ও ভালোবাসা দিয়ে বড় করতে হবে।সন্তানের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা পরিহার করা। কেননা এতে সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বে, যা সন্তানের মানসিক বিকাশে বাধা দেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না।’
(বুখারি, হাদিস নং: ৫৬৫১)

মূসা (আঃ) এর পরিবারের প্রতি যত্ন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে
আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّیْۤ
اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّیْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ۝

‘অতঃপর মুসা যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করলেন এবং সপরিবারে যাত্রা করলেন, তখন তিনি তূর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেলেন। তিনি তার পরিবারবর্গকে বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখছি। সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসতে পারি অথবা কোনো জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।’
(সূরা: কাসাস, আয়াত : ২৯)

নবীজি (স.) শিশুদের আদর করতেন, তাঁর উম্মতকেও বলে গেছেন শিশুদের আদর করতে।

(বুখারি হাদীস নং : ৫৬৫১)

রাসুলুল্লাহ (স.) শিশুদের সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গ আচরণ করতেন, তাদের সঙ্গে খুব সহজভাবে মিশতেন। হাদিসে এসেছে, ‘রাসুলুল্লাহ (স.) আব্বাস (রা.)-এর ছেলে আব্দুল্লাহ, উবাইদুল্লাহ ও কুসায়্যারকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে বলতেন, আমার নিকট যে আগে পৌঁছাতে পারবে, তাকে এমন এমন পুরস্কার দেওয়া হবে। তখন তারা দৌড়ে এসে রাসুল (স.)-এর পিঠ ও বুকের ওপর উঠে যেত। রাসুলুল্লাহ (স.) আদর করে তাদের চুমু খেতেন।’
(মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং: ১৮৩৬)

সমতা বজায় রাখা

প্রতিটি সন্তান তার পিতা-মাতার অমূল্য সম্পদ,আল্লাহর দেয়া শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। সন্তান ছেলে কিংবা মেয়ে সকল ক্ষেত্রে পিতামাতাকে ন্যায় বিচার করতে হবে।পিতা মাতার
আদর,ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা,
দান-অনুদান, শাসন-অনুশাসন সব কিছুই সব সন্তানের সমান প্রাপ্য।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلِذٰلِكَ فَادۡعُ ۚ وَ اسۡتَقِمۡ كَمَاۤ اُمِرۡتَ ۚ وَ لَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَهُمۡ ۚ وَ قُلۡ اٰمَنۡتُ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ مِنۡ كِتٰبٍ ۚ وَ اُمِرۡتُ لِاَعۡدِلَ بَيۡنَكُمۡ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمۡ ؕ لَنَاۤ اَعۡمَالُنَا وَ لَكُمۡ اَعۡمَالُكُمۡ ؕ لَا حُجَّةَ بَيۡنَنَا وَ بَيۡنَكُمۡ ؕ اَللّٰهُ يَجۡمَعُ بَيۡنَنَا ۚ وَ اِلَيۡهِ الۡمَصِيۡرُ ؕ

‘সুতরাং আপনি আহবান করুন এবং দৃঢ় থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না; এবং বলুন, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে। আল্লাহ্ আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের আমল আমাদের এবং তোমাদের আমল তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে একত্র করবেন এবং ফিরে যাওয়া তারই কাছে।’

(সূরা: শুয়ারা,আয়াত: ১৫)

পিতা মাতা কাউকে বঞ্চিত করবে,আবার কাউকে বেশি দিবে না।কোনো সন্তানকে অন্য সন্তান থেকে আলাদা চোখে দেখা, বেশি প্রাধান্য দেয়া, পক্ষপাতিত্ব করা খুবই নিন্দনীয় কাজ।

সন্তানদের কোনো কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে সমতা বিধান করতে হবে।

নুমান ইবনে বশির (রা.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন,
একবার আমার বাবা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, আমি আমার এ ছেলেকে একটি গোলাম (চাকর) দিয়েছি। রাসূল (সা.) আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তোমার সব সন্তানকেই এমন দিয়েছ? আমার বাবা জবাব দিলেন, না। রাসূল (সা.) বললেন, ‘তাহলে এ গোলাম ফেরত নিয়ে নাও।’
(বুখারি হাদীস নং : ২৫৮৬)

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এ বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করে বলেছেনঃ

‘তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ করো।’
(বুখারি, হাদিস নং : ২৫৮৭)

সন্তানদের সমান চোখে না দেখলে তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।সন্তানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়।ফলে পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বার্থে সন্তানদের সমান চোখে দেখা উচিত। এটিই ইসলামের নির্দেশনা।

ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষাদান

সন্তানকে দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শেখানো পিতা-মাতার উপর ফরয। এটা না শেখানো সন্তানের উপর সবচেয়ে বড় জুলুম।

মাতা-পিতার প্রধান দায়িত্ব হলো স্বীয় সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা দান করা। ধর্মীয় আকিদা, আমল সম্পর্কে সন্তানকে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া পিতা-মাতার দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘প্রত্যেক শিশুই ফিতরাত তথা ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর মা-বাবা তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজারিতে পরিণত করে।’
(সুনানে তিরমিজি)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।’
(ইবনে মাজাহ, বায়হাকি, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৪)

আল্লামা আবু হেলাল আসকারি বলেন,

‘শিশুর জ্ঞান-বুদ্ধি হলে প্রথমে তার কাছে আল্লাহর পরিচয় দিতে হবে। তারপর অলংকার শাস্ত্র ও কুরআন শিক্ষা দিতে হবে। কুরআনের মাধ্যমে সে রাসুলকে চিনবে এবং রাসুলের মাধ্যমে আল্লাহকে চিনবে।’
(কিতাবুস সানায়াতাইন)

সন্তানের মনে শৈশব থেকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি মহব্বত তৈরি করতে হবে। শিশু যখন মুখ ফুটে কথা বলার চেষ্টা করে, তখন তাকে কালেমা ও আল্লাহর জিকির শেখানো উচিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘তোমাদের শিশুদের সর্বপ্রথম কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শেখাও। আর যখন মৃত্যুর মুখে উপনীত হয়, তখনো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তালকিন করো। কেননা যার প্রথম কথা হবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আর শেষ কথাও হবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, সে যদি হাজার বছরও বেঁচে থাকে, একটি গুনাহ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসিত হবে না।’

(শুআবুল ঈমান, হাদিস নং : ৮৬৪৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিশোর ইবনে আব্বাসকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই উপদেশগুলো শিশুদের দ্বীন ও ঈমানের পথে পরিচালিত হতে সহায়তা করবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন,
"একদিন আমি নবী করিম (সা.)-এর পেছনে বসা ছিলাম।
তিনি আমাকে বললেন,"হে বৎস! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শেখাব। আল্লাহর বিধানগুলো সংরক্ষণ করবে, আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহর দাবিগুলো (বিধান) আদায় করবে, তুমি আল্লাহকে তোমার সামনেই পাবে। আর যখন তুমি কোনো কিছু চাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। সাহায্য চাইতে হলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে। জেনে রেখো! যদি সব সৃষ্টি একত্র হয়ে তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তবু তারা আল্লাহর নির্ধারিত পরিমাণ ছাড়া কখনোই তোমার উপকার করতে পারবে না। আর যদি সব সৃষ্টি একত্র হয়ে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায়, তবু তারা আল্লাহর নির্ধারিত পরিমাণ ছাড়া কখনোই তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং দপ্তরসমূহ শুকিয়ে গেছে।"
(সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৫১৬)

সন্তান আল্লাহ পক্ষ থেকে আসা আমানত। সন্তান প্রতিপালনে আল্লাহর কোনো হুকুম লঙ্ঘন করলে কিংবা সন্তানের ভরণ-পোষণসহ তার ঈমান ও ইসলাম শিক্ষার ব্যাপারে যত্নশীল না হলে এই আমানতের খিয়ানত হয়।

দ্বীন ও শরীয়তের মৌলিক বিষয়াদি শেখানো এবং একজন দ্বীনদার-নামাযী ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য।এবং এ দায়িত্ব সম্পর্কে পিতা-মাতাকে পরকালে জবাবদিহি করা হবে।

‘জেনে রেখ, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারবর্গের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাদের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।’
(সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৮৯৩)

পবিত্র কুরআন আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ۝

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়।’
(সূরা: তাহরীম,আয়াত: ৬)

শৈশব থেকেই সন্তানদের ঈমান-আমল, আকিদা-বিশ্বাস ও ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পিতা-মাতার আদর্শ ধর্মীয় শিক্ষাদান ভবিষ্যতে অতুলনীয় ভূমিকা রাখে।

পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেয়া

সন্তারদের কুরআন শিক্ষা দেয়া শুধু একটি ধর্মীয় দায়িত্ব নয়, এটি তাদের জীবনের নৈতিক ও মানসিক ভিত্তি গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ছোটবেলা থেকেই কুরআনের শিক্ষা তাদের চরিত্র, মূল্যবোধ ও জীবনদর্শনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলে।

সন্তানদের কুরআন শেখানোর প্রয়োজনীতা:

আল্লাহর নৈকট্য লাভ:
কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে তারা আল্লাহর নির্দেশনা বুঝতে এবং সঠিক পথে চলতে শিখে।

নৈতিক চরিত্র গঠন:

কুরআনের শিক্ষা সন্তানদের সততা, ধৈর্য, সহানুভূতি ও অন্যায় থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন:
কুরআনের আয়াত মুখস্থ করার প্রক্রিয়া স্মৃতিশক্তি উন্নত করে এবং তাদের মনোযোগ শক্তি বাড়ায়।

ধর্মীয় দায়িত্ব পালন:
বাবা-মায়ের জন্য সন্তানকে ইসলামিক শিক্ষায় গড়ে তোলা একটি বড় আমানত।এ শিক্ষা সন্তানের ধর্মীয় জ্ঞান যেন বৃদ্ধি করবে তেমনি ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে।

এই শিক্ষা সন্তানের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য ও শান্তি বয়ে আনবে।

আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দিতে বলেছেন।দ্বীনের জ্ঞান অর্জনে প্রাথমিক ধাপই হচ্ছে কুরআন শিক্ষা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘তোমরা তোমাদের শিশুদের তিনটি স্বভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে তোলো—
১. তোমাদের নবীর প্রতি ভালোবাসা,
২. নবীর পরিবারের প্রতি ভালোবাসা এবং
৩. কুরআন অধ্যয়ন।
কেননা, কুরআনের ধারকেরাই সেদিন (কেয়ামতের দিন) নবী ও সজ্জনদের সঙ্গে আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে, যেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না।’
(তাবরানি)

‘নৈতিক শিক্ষা মা-বাবার ওপর শিশুর অধিকার।’ (বায়হাকি)

হযরত ওমর (রা.) বলেন,

‘আল্লাহর কিতাব (কোরআন) শেখানো মা-বাবার ওপর সন্তানের অধিকার।’

(তারবিয়াতুল আওলাদ)

‘বাবার পক্ষ থেকে সন্তানের প্রতি সর্বোত্তম উপহার হলো উত্তম শিক্ষা।’
(তিরমিজি)

কুরআন শিক্ষাকারী ব্যক্তিকে আল্লাহর রাসুল (সা.) সর্বোত্তম ব্যক্তি বলেছেন।

হযরত ওসমান (রা.) থেকে বর্ণিত।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে কুরআন মাজিদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়’
(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪৬৬১)

উত্তম হওয়ার মাপকাঠি হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান শিক্ষা করা।কুরআন শিক্ষা না করে কেউই উত্তম হতে পারবে না। কুরআনের জ্ঞান না শিখে পৃথিবীর সব জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখে নিলেও সেই ব্যক্তিকে সর্বোত্তম বলা যাবে না।

তাই সবার আগে সন্তানকে কুরআনের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া জরুরি। সন্তানকে যদি পিতা-মাতা কুরআনের জ্ঞান শিক্ষা দেন তা পিতা-মাতার
জন্য সাদাকায়ে জারিয়াহ হবে।তারা পরকালে অশেষ মর্যাদার অধিকারী হবেন।

সালাত আদায়ের তাগিদ দেওয়া

আল্লাহর ফরজ বিধানগুলোর মধ্যে অন্যতম ফরজ বিধান হলো নামাজ। নামাজ মানুষকে সব ধরণের অশ্লীলতা থেকে দূরে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ
وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ○

‘নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।’
(সুরা: আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত।তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘(মু’মিন) বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত (নামায) পরিত্যাগ করা।’
(সহীহ : মুসলিম ৮২, আবূ দাঊদ ৪৬৭৮, নাসায়ী ৪৬৪, তিরমিযী ২৬২০, ইবনু মাজাহ্ ১০৭৮)

পিতা-মাতার উচিত ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া বিধি-বিধান পালনে অভ্যস্ত করে তোলা। সন্তানকে নামাজের প্রতি যত্নবান করতে শৈশব থেকে এ বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘তোমরা তোমাদের সন্তানদের সালাতের জন্য নির্দেশ দাও, যখন তারা সাত বছরে পৌঁছে। আর দশ বছর হলে তাকে প্রয়োজনে প্রহার করো, আর তাদের মাঝে বিছানা পৃথক করে দাও।’
(আবু দাউদ,হাদীস নং : ৪৯৫, আহমদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন,

‘তোমরা সন্তানদের নামাজের প্রতি যত্নবান হও এবং তাদের ভালো কাজে অভ্যস্ত করো। কেননা কল্যাণ লাভ অভ্যাসের ব্যাপার।’
(সুনানে বায়হাকি, হাদিস নং : ৫০৯৪)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন,

‘সন্তান যখন ডান ও বাম পার্থক্য করতে শেখে, তখন তাকে নামাজ শেখাও।’
(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদিস নং : ৩৫০৪)

পিতা-মাতার দায়িত্ব সন্তানকে নামাজের নির্দেশ দেওয়া এবং তাদের নামাজে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করা। এর সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইসমাইল (আ.)-এর প্রশংসা করে বলেন,

وَ كَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا۝

‘সে তার পরিবারকে নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল আল্লাহর সন্তোষভাজন বান্দা।’
(সুরা: মরিয়ম,আয়াত : ৫৫)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى۝

‘এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও ও উহাতে অবিচলিত থাক, আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।’
(সূরা: ত্বোয়াহা,আয়াত: ১৩২)

সঠিক তরবিয়তের শিক্ষা দেয়া

শিশুরা তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অনুসরণ করে থাকে, বিশেষ করে বাবা-মা এবং অভিভাবকদেরকে অনুসরণ করে। কারণ, বাবা-মায়ের ও অভিভাবকের তত্ত্বাবধানেই তারা বড় হতে থাকে। মাতা-পিতা যদি নিজেরাই সৎ চরিত্রবান,দ্বীনদার-পরহেযগার হন তাহলে তো তাদের ছায়া ও সঙ্গই সন্তানের জন্য বিরাট নেক আশ্রয়।

সন্তানকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্য মৌলিক তিনটি বিষয় ছোট থেকেই শিক্ষা দেওয়া জরুরি।সন্তান যখন থেকে বুঝতে শুরু করবে তখন থেকেই এই তিনটি বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ফিকিরে লেগে যেতে হবে।

এই তিনটি গুণ হল:

•মিথ্যা কথা সম্পূর্ণরূপে পরিহার,
•সাধ্যমত অন্যের খেদমত ও
•সময়মত নামায আদায়।

যার ভেতর এই তিনটি গুণ ছোটবেলায় অঙ্কুরিত হবে, বাকি জীবন নেক অভ্যাসের স্তম্ভে জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে।সৎকাজ সন্তানের অভ্যাসে পরিণত হবে।সন্তানের দ্বারা অন্যায় কাজ ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে।

পবিত্র কুরআন বলা হয়েছে,

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا۝
وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا۝
رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا۝

'যেদিন উহাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলটপালট করা হইবে সেদিন উহারা বলিবে, 'হায়, আমরা যদি আল্লাহকে মানিতাম ও রাসূলকে মানিতাম! 'তাহারা আরও বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা আমাদের নেতা ও প্রভাবশালীদের আনুগত্য করিয়াছিলাম এবং উহারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল।''হে আমাদের প্রতিপালক! উহাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং উহাদেরকে দাও মহাঅভিসম্পাত।'
(সূরা: আহযাব আয়াত: ৬৬-৬৮)

সুসন্তান যেমন মা-বাবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের বড় সম্পদ এবং সাদাকায়ে জারিয়াহ।তেমনি সন্তান যদি দ্বীন ও শরীয়তের অনুগত না থাকে, অন্যায় কাজ ও গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে সেই সন্তান আবার উভয় জগতেই মা-বাবার জন্য কঠিন পরীক্ষা। দুনিয়াতে পিতা-মাতার জন্য লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও পেরেশানির কারণ।সেই সাথে কবরে থেকেও মা-বাবা তার গুনাহের ফল ভোগ করতে থাকবে।

সন্তানকে ইসলামী সভ্যতা (তাহযীব) শেখানো, দ্বীন ও শরীয়তের মৌলিক বিষয়াদি শেখানো এবং একজন দ্বীনদার-নামাযী ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাও মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

কুরআন-হাদিসের একটি মৌলিক শিক্ষা হলো আচার-ব্যবহার, সাজসজ্জা, কৃষ্টি-কালচার ইত্যাদিতে ইসলামী স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকা।পিতা মাতা সন্তানকে যেমন দুনিয়াবি শিক্ষা দিবে সেই সাথে সন্তানাদির উন্নত চরিত্রগঠন, ভদ্রতা, শিষ্টাচার এবং ব্যবহারিক জীবনে আমলের অভ্যাস তৈরি করতে দীক্ষাও দিবে।

হযরত উমর (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

“তোমার সন্তানকে আদব শিক্ষা দাও। কারণ তুমি তোমার সন্তানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে যে, তুমি তাকে কী আদব শিখিয়েছো, তুমি তাকে কী শিক্ষাদান করেছো?”
(বায়হাকি: ৪৮৭৭)

মা-বাবার অন্যতম কর্তব্য হলো সন্তানকে আদব শিক্ষা দেয়া।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

“তোমরা নিজেদের ও পরিবার পরিজনদের আল্লাহ ভীতির ব্যাপারে উপদেশ দাও এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দাও।”
(বুখারি: ২৮১)

পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার

সন্তানকে সঠিক তরবিয়ত, আদব-আখলাক, শিষ্টাচার শেখানো যেমন পিতা মাতার দায়িত্ব।
তেমনিভাবে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা,
তাদের হক অধিকার সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়াও পিতা-মাতার কর্তব্য।

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার হক বা অধিকার হলো সন্তান পিতা–মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদের কষ্ট দেবে না।
এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًـا ۚ وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَالْجَـارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَـارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَـكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ۝

'তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করিবে ও কোন কিছুকে তাঁহার শরীক করিবে না; এবং পিতা - মাতা, আত্মীয় - স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট - প্রতিবেশী, দূর - প্রতিবেশী, সঙ্গী - সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস - দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।'

(সুরা: নিসা, আয়াত: ৩৬)।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ۗ حَمَلَـتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۗ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰـثُوْنَ شَهْرًا ۗ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ۚۛ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۝

'আমি মানুষকে তাহার মাতা - পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সঙ্গে এবং প্রসব করে কষ্টের সঙ্গে, তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে ও তাহার স্তন্য ছাড়াইতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে যখন পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বৎসরে উপনীত হয় তখন বলে, 'হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা - মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ, তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকর্ম করিতে পারি যাহা তুমি পছন্দ কর ; আমার জন্য আমার সন্তান - সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হইলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসর্মপণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

(সুরা: আহকাফ, আয়াত: ১৫)

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسٰنَ بِوَالِدَيْهِۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِـوَالِدَيْكَؕ اِلَـىَّ الْمَصِيْرُ۝

'আমি তো মানুষকে তাহার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়াছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করিয়া গর্ভে ধারণ করে এবং তাহার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।'

(সুরা: লুকমান, আয়াত: ১৪)

একজন সাহাবি নবীজি (সা.)–কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকার সবচেয়ে বেশি কার?

নবীজি (সা.) বললেন, “তোমার মায়ের।”

সাহাবি পুনরায় প্রশ্ন করলেন,

নবীজি (সা.) বললেন, ”তোমার মায়ের।”

সাহাবি আবারও জানতে চাইলেন,

নবীজি (সা.) বললেন, “তোমার মায়ের।”

এরপর সাহাবি আবার জানতে চাইলে

নবীজি (সা.) বললেন, “তোমার বাবার।”

(বুখারি ও মুসলিম)

পিতা-মাতার আনুগত্যের জন্য রয়েছে পুরস্কারের ঘোষণা, অবাধ্যতার জন্য রয়েছে অভিসম্পাত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘পিতা-মাতা হলো তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম অর্থাৎ তুমি ইচ্ছা করলে তাদের খেদমত করে উত্তম আচরণের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করতে পারো; আবার ইচ্ছা করলে তাদের অবাধ্য হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারো।’ (ইবনে মাজাহ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘যখন কোনো অনুগত সন্তান স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি অনুগ্রহের নজরে দৃষ্টিপাত করে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজের সওয়াব দান করেন।’ (বায়হাকি)

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا۝
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ؕ۝

رَّبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ نُفُوْسِكُمْ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِیْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِیْنَ غَفُوْرًا۝

'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহলে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তুমি তাদের সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলো'। 'আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন'। 'তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভালভাবেই জানেন। যদি তোমরা সৎকর্ম পরায়ণ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল'
(সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৩-২৫)

সন্তানের ওপর পিতা–মাতার প্রতি ১৪টি হক বা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এর মধ্যে সাতটি তাদের জীবদ্দশায় আর সাতটি তাদের ইন্তেকালের পর।

জীবিত অবস্থায় ৭টি করণীয় দায়িত্ব হলো:

১. সম্মান ও শ্রদ্ধা করা,

২. ভালোবাসা,

৩. মান্য করা,

৪. সেবাযত্ন করা,

৫. সুখ-শান্তির চিন্তা ও ব্যবস্থা করা,

৬. প্রয়োজন পূরণ করা ও

৭. দূরে থাকলে দেখা-সাক্ষাৎ করা।

ইন্তেকালের পর ৭টি করণীয় হলো:

১. তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনামূলক দোয়া করা,

২. ইবাদতের মাধ্যমে তাদের সওয়াবের আশা করা,

৩. তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সম্মান করা,

৪.তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের বিপদে আপদে সাহায্য-সহযোগিতা করা

৫. তাদের ঋণ থাকলে পরিশোধ করা ও তাদের কাছে কারও গচ্ছিত আমানত থাকলে তা প্রত্যর্পণ করা,

৬. বৈধ অসিয়ত পূর্ণ করা ও

৭. কবর জিয়ারত করা।

উপযুক্ত বয়সে সন্তানের বিবাহের ব্যবস্থা করা

প্রাপ্তবয়স্ক হলে সন্তানদের উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী পেলে বাবা-মাকে বিবাহ দেয়ার উদ্যোগ নিতে ইসলাম নির্দেশ করেছে।শারীরিক, আত্মিক, মানসিক ও জৈবিক দিকগুলো অনুধাবন করে সন্তানের বিবাহের ব্যবস্থ্ করা পিতামাতার একান্ত কর্তব্য।

পিতা-মাতার দায়িত্ব হল পূর্ব থেকেই নিজ সন্তানদেরকে বিশেষত কন্যাকে যথাযথ আদব-আখলাক ও দ্বীনী শিক্ষা প্রদান করা। পাশাপাশি বিবাহ পরবর্তী সাংসারিক জীবন এবং এর দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে তাদেরকে সর্বদিক দিয়ে যোগ্য করে গড়ে তোলা। অতঃপর উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে বিবাহ দিয়ে দেওয়া। উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে বিলম্ব করা ঠিক নয়।

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘তোমাদের কাছে যখন এমন ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার দ্বীনদারী ও আখলাক সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট তবে নিজ কন্যাকে তার কাছে বিবাহ দাও। যদি তা না কর তবে সেটা যমীনের বুকে বড় ফিতনা ও ফাসাদের কারণ হবে।’
(জামে তিরমিযী, হাদীস : ১০৮৫)

ছেলে- মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরই তাদের বিবাহ দেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

‘হে যুবসমাজ! তোমাদেরমধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ করা কর্তব্য। কেননা বিবাহ হয় দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণকারী, যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষাকারী। আর যার সামর্থ্য নেই সে যেন রোজা পালন করে। কেননা রোজা হচ্ছে যৌবনকে দমন করার মাধ্যম।’
(বুখারী ৫০৬৫; মুসলিম ১৪০০)

বিয়ের উপযুক্ত আর্থিক সক্ষমতা থাকা যে কোনো যুবকের জন্য অশ্লীলতা, অবৈধ যৌনাচার ও নানা গুনাহে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলে তাদের দ্রুত বিয়ে দেওয়া ফরজ।মা-বাবার করণীয় হলো গুনাহমুক্ত জীবন গঠনে সবদিক থেকে উপযুক্ত সন্তান যদি বিয়ে করতে চায় তবে যথাযথ সহযোগিতা করা ।এ ক্ষেত্রে মা-বাবার কর্তব্য হলো বিয়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সন্তানের আগ্রহ ও পছন্দকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিয়ের ব্যাপারে তাকে সুপরামর্শ দেওয়া।বিয়েতে সার্বিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করা।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ۝

‘‘আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে (চরিত্র রক্ষার জন্য যদি বিয়ে করে তবে) আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।’
(সুরা: নুর, আয়াত:৩২)

উপযুক্ত ছেলে-মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে দেরি না করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলী রা.-কে লক্ষ্য করে বলেন,

'হে আলী! তিনটি জিনিসের ক্ষেত্রে বিলম্ব করবে না।
১. নামাজের যখন সময় আসবে তখন নামাজ আদায় করা থেকে দেরি করবে না।
২. মৃত ব্যক্তির জানাজা যখন উপস্থিত হবে তখন কাফন-দাফন সম্পন্ন করতে দেরি করবে না।
৩. কোন অবিবাহিতা মেয়ের জন্য যখন কোন উপযুক্ত পাত্র পাবে তখন তাকে পাত্রস্থ করা থেকে বিলম্ব করবে না।'
(তিরমিজি ১/২০৬)

মা-বাবার অন্যতম দায়িত্ব হলো সন্তানকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নামাজ, রোজা, কোরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি ইবাদতে অভ্যস্ত করা। তাছাড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, অপরকে সালাম দেওয়া এবং সুন্নত তরিকা মোতাবেক চলার প্রশিক্ষণ দেওয়া।
সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তাদের বিয়ে দেওয়ার বিষয়টিতে মা-বাবার গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক।

সন্তানদের প্রতি লুকমান (আঃ) এর উপদেশ

সন্তান যখন বুঝে উঠতে শুরু করে, তখন তাকে বিভিন্ন সৎ উপদেশ দিতে থাকা। এ ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদিসে উল্লেখিত উপদেশগুলো মা-বাবার জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত। হযরত লুকমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সন্তানকে যে সুন্দর উপদেশগুলো দিয়েছিলেন, পৃথিবীর সব মা-বাবার জন্য তাতে রয়েছে আদর্শ ও শিক্ষা।

সন্তানকে দেওয়া লুকমান (আঃ) সেই উপদেশ ও শিক্ষাগুলো পবিত্র কোরআন থেকে তুলে ধরা হলো—

একত্ববাদের শিক্ষা :

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِا بْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ۝

‘হে পুত্র, আল্লাহর সঙ্গে শরিক কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা মহা অন্যায়।’
(সুরা : লুকমান, আয়াত : ১৩)

তাকওয়ার শিক্ষা :

يٰبُنَىَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ۝

‘হে পুত্র! যদি তা (পাপ-পুণ্য) হয় সরিষার দানার সমান এবং তা থাকে পাথরের ভেতর অথবা আসমান-জমিনের যেকোনো স্থানে, আল্লাহ তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী। ’
(সুরা : লুকমান : আয়াত : ১৬)

আল্লাহর আনুগত্যের শিক্ষা :

يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ۝

‘হে পুত্র! নামাজ কায়েম করো, মানুষকে সৎকাজের আদেশ করো, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং তোমার যে কষ্ট দেখা দেয়, তাতে ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ। ’
(সুরা লুকমান : আয়াত : ১৭)

আত্মশুদ্ধির শিক্ষা :

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ۝

‘মানুষের সামনে (অহংকারে) নিজ গাল ফুলিয়ো না এবং ভূমিতে দর্পভরে চোলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। ’
(সুরা : লুকমান, আয়াত : ১৮)

ভদ্রতা ও শালীনতার শিক্ষা :

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ○

‘নিজ পদচারণে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং নিজ কণ্ঠস্বর সংযত রাখো। নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর। ’
(সুরা : লুকমান, আয়াত : ১৯)

মাতা-পিতার সঙ্গে সৎ ব্যবহারের শিক্ষা:

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسٰنَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ
وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ○

‘আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দুই বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।’ (সুরা লুকমান,আয়াত: ১৪)

পিতামাতার শরিয়ত বহির্ভূত আদেশ সম্পর্কে শিক্ষা:

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا
مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

‘মাতা-পিতা যদি তোমাকে আমার সঙ্গে এমন বিষয়কে শরিক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে।’
(সুরা: লুকমান,আয়াত: ১৫)

হাদীস বর্ণিত লুকমান (আঃ) এর কিছু উপদেশ।

আবু উসমান নামে বসরার এক উস্তাদ বর্ণনা করেন লোকমান তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিয়ে বলেন,

“হে বৎস! তুমি মূর্খের ভালবাসার প্রতি আগ্রহী হয়ো না; তাহলে সে মনে করবে তুমি তার কাজকে পছন্দ করছ এবং বিজ্ঞ লোকের জ্ঞানকে তুচ্ছ কর না। তাহলে সে তোমার প্রতি আগ্রহী হবে।”
(বায়হাকী শুআবুল ঈমান, ৮৯৮১)

ইমাম মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি জানতে পেরেছেন যে, লোকমান (আ.) তার সন্তানকে এই বলে উপদেশ দিতেন-

'হে বৎস! তুমি আলেমদের সাথে উঠাবসা কর এবং তাদের সামনে হাঁটু গেড়ে বস। কেননা, আল্লাহ হিকমতের নূর দ্বারা অন্তরসমূহকে জীবিত করেন যেমনিভাবে বৃষ্টির পানি দ্বারা মৃত ভূমিকে জীবিত করেন।”
(মুয়াত্তা, ইমাম মালেক কিতাবুল ইলম,হাদীস নং: ১৮২১)

সমগ্র জীবনে লুকমান (আঃ) নিজের ছেলেকে অসংখ্য উপদেশ দিয়েছিলেন।

১. আল্লাহর সান্নিধ্য অবলম্বন করবে।

২. অন্যকে উপদেশ দেয়ার আগে নিজে আমল করার চেষ্টা করবে।

৩. প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান করবে।

৪. নিজের মান-মর্যাদা বজায় রেখে কথা বলবে।

৫. ভালো মানুষ হিসেবে বিবেচিত হতে সচেষ্ট থাকবে।

৬. স্বীয় অধিকারের প্রতি সচেতন থাকবে।

৭. বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা নেবে।

৮. প্রচলিত অস্ত্র, প্রযুক্তি, আর যানবাহন পরিচালনা শিখে নিবে।

৯. বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করবে।

১০. ভালো কাজে বারবার অংশ নিবে।

১১. নিজের কথা প্রমাণ করে দেবে।

১২. বন্ধুদেরকে সাধ্যমত ভালবাসবে।

১৩. শত্রু-মিত্র সবার সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করবে।

১৪. মাতা-পিতাকে সর্বাধিক সম্মান করবে।

১৫. সর্বাধিক মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখবে।

১৬. আয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যয় করবে।

১৭. প্রত্যেক কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে।

১৮. বীরত্বকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করবে।

১৯. কথা বলার সময় মুখ আয়ত্বের মধ্যে রাখবে।

২০. শরীর এবং পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে।

২১. একতাবদ্ধ হয়ে থাকবে।

২২. নিজের খাবার অন্যের দস্তরখানায় নিয়ে খাবে না।

২৩. আপনজনদের শত্রুর সাথে উঠা-বসা করবে না।

২৪. কথা বলার সময় চতুর্দিক লক্ষ্য রেখে কথা বলবে।

২৫. নিজের জন্য যা পছন্দ করবে না তা অন্যের জন্যও পছন্দ করবে না।

২৬. বিচক্ষণতা এবং কৌশল অবলম্বন করে কাজ করবে।

২৭. উপযুক্ত শিক্ষিত না হয়ে অন্যকে শিখাতে যাবে না।

২৮. নীতিহীনদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা আশা করবে না।

২৯. আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রাখবে না।

৩০. কোনো নফল যদি ফরযের পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তবে সে নফল সযত্নে পরিত্যাগ করবে।

৩১. তোমার প্রতি যারা আশা রাখে তাদের নিরাশ কর না।